ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

বাবা-মা হতে চলেছেন রণবীর-দীপিকা
পৃঃ ৫

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রিয়ালকে নতুন কী শর্ত দিলেন এমবাপ্পে?
পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৬২ ● কলকাতা ● ২০ ফাল্গুন, ১৪৩০ ● সোমবার ● ০৪ মার্চ, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

সঙ্কটকালে তিনিই বাংলায় গরিবের ত্রাতা, মমতার ইমেজ ভাবাচ্ছে বিজেপিকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :
কৃষকবন্ধুর টাকা দ্বিগুণ করা হবে, চালু হবে লক্ষীর ভাণ্ডার, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড। রেশন পৌঁছে যাবে মানুষের দুয়ারে। একুশের ভোটে এমনই ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিশ্রুতি। বিরোধীরা বলেছিল, সব ধাপ্পা। এত টাকা আসবে কোথা থেকে? মানুষের মধ্যেও ছিল সংশয়।

১০০ দিনের কাজ বন্ধ করে দেওয়ায় বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতিতে জোর ধাক্কা লেগেছিল। আগে গ্রামের বাজারগুলি অনেক রাত পর্যন্ত লোকজনের ভিড়ে গমগম করত। তাসের ও গল্পের আড্ডা থেকে চা, তেলেভাজা-মুড়ির অর্ডারের খই ফুটত। হুজুগ উঠলেই হতো পিকনিক। কিন্তু ১০০ দিনের কাজ বন্ধ হওয়ার পর একটু অন্ধকার হলেই সেইসব বাজারে মাছি তাড়ানোর অবস্থা। প্রয়োজন ছাড়া কেউ খুব একটা বের হয় না। ফাঁকা পকেটে জমে না আড্ডাও। বকেয়া মজুরি মেটানো ও লক্ষীর ভাণ্ডারের ভাতা বৃদ্ধির ফায়দা তৃণমূল কতটা তুলবে, তার উত্তর দেবে সময়। তবে, বকেয়া টাকা মেটানোয় ও ৫০ দিনের কাজের গ্যারেন্টি রাজ্য দেওয়ায় ফের চনমনে হবে গ্রাম বাংলার অর্থনীতি। দোকানে, হাটে, ঘাটে বাড়বে ভিড়, ফিরছে সেই পুরনো ছবি। বাজারে 'রোল' হবে টাকা। সেই আশাতেই বুক বাঁধছে গ্রাম। আশায় বুক বাঁধছে তৃণমূলও। কেননা লক্ষ্য এবার ৪২-এ-৪২।কারণ এমন প্রকল্প আগে কখনও দেখেনি বাংলা(ইবহমধষ)। তবে,

এরপর ৩ পাতায়

মোদির সভায় বিজেপিতে যোগ, ভোটে তমলুকের প্রার্থী হচ্ছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটে প্রার্থী হচ্ছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। শোনা যাচ্ছে, আগামী ৬ মার্চ বারাসতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভামঞ্চ থেকেই বিজেপিতে যোগ দেবেন তিনি। নির্বাচনে তমলুক থেকেই তিনি প্রার্থী হচ্ছেন বলেই জোর জল্পনা। প্রসঙ্গত, আচমকা অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি। রবিবার এই সিদ্ধান্তের কথাই জানিয়েছেন। জানিয়েছেন, মঙ্গলবার তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেবেন রাষ্ট্রপতির কাছে। রাজনীতিতে যোগদানের কথাও স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন। বিচারবিভাগীয় মহল তো বটেই, সামগ্রিকভাবে রাজ্যের নানা মহলেই অত্যন্ত আলোচিত ব্যক্তি বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সম্প্রতি তাঁকে নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও তুমুল সমালোচনা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন দুর্নীতি মামলায় এজলাসে বসে মমতা বন্দ্যোপাধয়ায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করে নানা কথা বলতে শোনা গিয়েছিল বিচারপতি গঙ্গোপাধয়াকে। সেসব নিয়ে তৃণমূলের কুণাল ঘোষ কার্যত তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন, "অবসরের বেশিদিন বাকি নেই। তার আগেই আপনি স্বেচ্ছাবসর নিয়ে আসুন না রাজনৈতিক ময়দানে। তার পর দেখা যাবে।" এবার লোকসভা

এরপর ৩ পাতায়

সম্পাদক ও সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের লেখা বই উদ্বোধন করলেন শ্রী সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী ও পরমানন্দ গিরি মহারাজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শত অত্যাচার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা অবিচার সবকিছুই সহ্য করে সত্যের পথিক হয়ে সাংবাদিকতা করতে গিয়ে বহু ভাবেই অত্যাচারিত সম্পাদক সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, তার মধ্য তিনি বই লিখে চলেছেন। ইতিমধ্যে তিনি চারটি বই পাঠক সমাজে উপহার দিয়েছেন, আজ বিশ্ব সেবাশ্রম সংঘের ও বিশ্ব মাথা মন্দিরে প্রতিষ্ঠাতা শ্রী সমীরেশ্বর ব্রক্ষচারী হাত দিয়ে সাংবাদিকতার ভুত ও ভবিষ্যৎ বইটি উদ্বোধন করলেন, সঙ্গে ছিলেন সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের স্বামীজি পরমানন্দ গিরি মহারাজ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও বিজেপির নেতা শ্যামল বণিক মহাশয়, আরও ছিলেন কবি ও গবেষক লিটন রাকিব, এদিকে ডি ডি নিউজের সাংবাদিক সুদীপ্ত ও প্রদীপ কায়াল। লেখক দীর্ঘ কুড়ি বছর সাংবাদিকতার উপলব্ধি সাংবাদিকতার ঐতিহাসিক আর বর্তমান সাংবাদিকতার গুরুত্ব ও তার ভূমিকা এই বইটাতে পূর্ণাঙ্গ পূর্ণাঙ্গভাবে আলোচনা করেছেন।

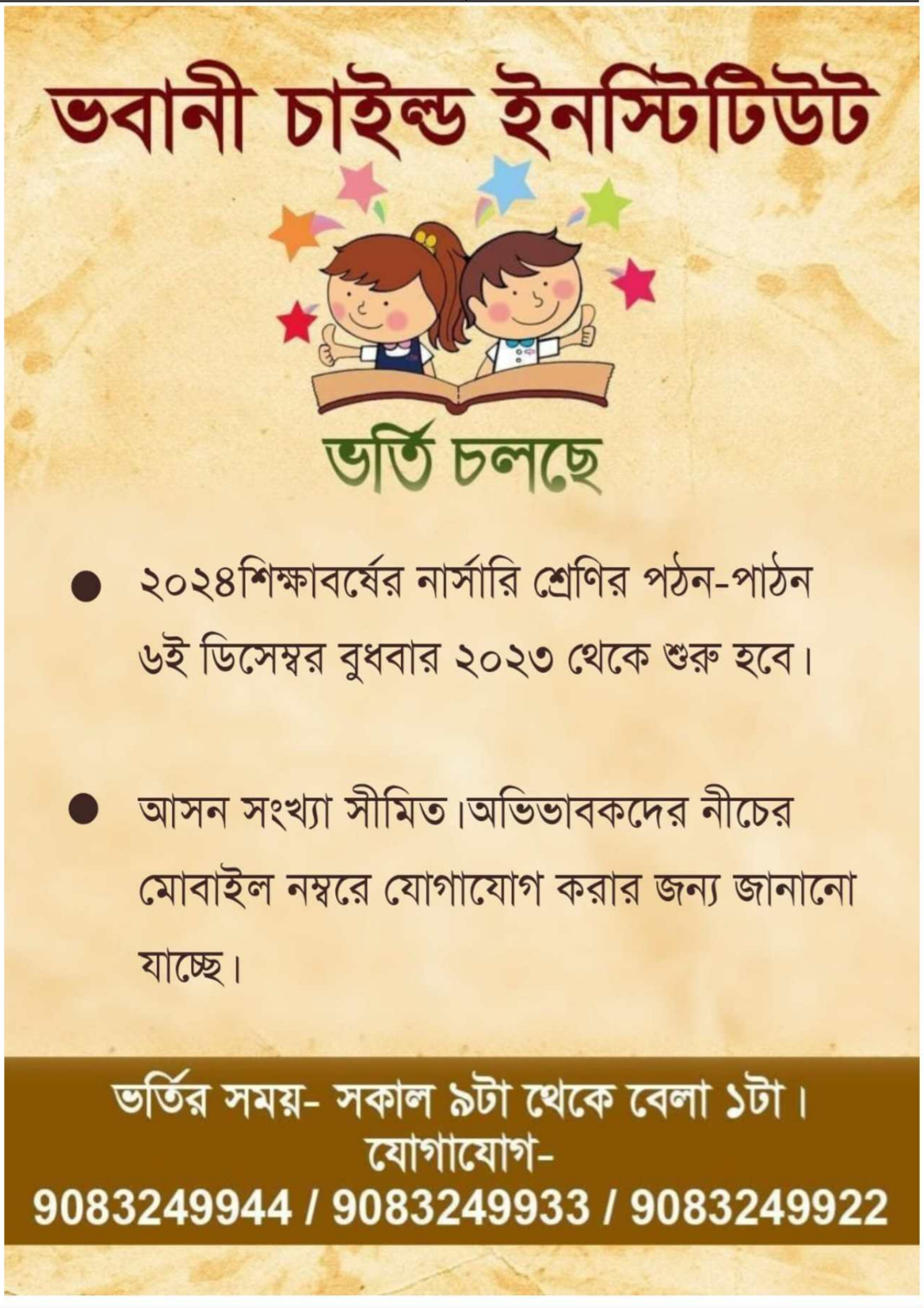

পথশ্রী প্রকল্পে পাঁচটি রাস্তার
সিল্যান্যাস করলেন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন

হরিশ্চন্দ্রপুর,মালদা : নিউজ সারাদিন : সামনে লোকসভা ভোট। ভোটের আগে হরিশ্চন্দ্রপুরে পথশ্রী প্রকল্পে পাঁচটি রাস্তার শিলান্যাস করলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক তাজমুল হোসেন। এদিন। এদিন এলাকার শাসক দলের ব্লক যুব সভাপতি মনিরুল ইসলামের উদ্যোগে এবং মন্ত্রী তজমুল হোসেনের নেতৃত্বে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার তালগাছি ঈদগাহ থেকে আলমগঞ্জ, তালগাছি মোড় থেকে হাঁসেন পুর, সোনাপুর মোড় হতে কুদ্দুসের বাড়ি, রাজেশ্বর মোড় থেকে সোনাপুর পর্যন্ত ঢালাই রাস্তার শিলান্যাস করা হয়। এছাড়াও এদিন সংখ্যালঘু দপ্তর থেকে মোহনপুর ঈদগাহের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের কাজ শুরু করেন মন্ত্রী তজমুল হোসেন। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের সভাপতি তবারক হোসেন, যুব সভাপতি মনিরুল ইসলাম, জেলা পরিষদ সদস্য জহিরুদ্দিন বাবর সহ আরো অন্যান্য নেতৃত্ব। এদের মনিরুল বাবু বলেন আজ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এবং সংখ্যালঘু দপ্তরের সহায়তায় পথশ্রী তিন প্রকল্পে বেশ কয়েকটি রাস্তা এবং একটি ঈদগাহের সীমানা প্রাচীরের কাজ এর শিলান্যাস করা হলো। অবিলম্বে কাজ শুরু হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী তজমুল হোসেন বলেন রাজ্যজুড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে উন্নয়ন এর কর্মসূচি চলছে।। এরই অঙ্গ হিসাবে আজ এলাকায় বেশ কয়েকটি রাস্তা এবং ঈদগাহের সীমানার প্রাচীর এর কাজের শিলান্যাস করা হলো। এই সমস্ত কর্মসূচির ফলে এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন।

লোকসভা নির্বাচনের আগে
জঙ্গলমহলে জাতিসত্তার আন্দোলনে সরব সদগোপরা

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম : নিউজ সারাদিন : বঙ্গের এক বিচিত্রময়ী জেলা ঝাড়গ্রাম! শাল পিয়ালের ফাঁকে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। রয়েছে আদিবাসী, মাহাতো কুড়মী সহ সদগোপ ও বিভিন্ন জনজাতির বসবাস। জঙ্গলমহলের অন্তর্গত ঝাড়গ্রাম জেলা বার-বার জেরবার হয়েছে জাতিসত্তার আন্দোলনে! কখনো আদিবাসী সমাজ, তো আবার কখনো কুড়মী সম্প্রদায়। তাতে আবার যোগ হলো সদগোপ সম্প্রদায়। সামনেই লোকসভা নির্বাচন, তার আগে আবারও জাতিসত্তার দাবিতে জোরালভাবে পথে নামছেন সদগোপ সম্প্রদায়। নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে রবিবার সদগোপ সমাজ একত্রিত হয়ে ঝাড়গ্রাম জেলার লোধাশুলিতে হল সদগোপ আন্দোলনের জেলা সম্মেলন। উক্ত সম্মেলনে পড়শী রাজ্য ঝাড়খন্ড এর সদগোপ সমাজের রাজ্য সভাপতি রণজিৎ বালা জানান, ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি চন্দ্রশেখর সাউ, সদগোপ সমাজের নেতা অবনী কুমার ঘোষ। ঝাড়খন্ড এর সদগোপ সমাজের রাজ্য সভাপতি রণজিৎ বালা বলেন ঝাড়খন্ড সহ ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যে আমরা ওবিসি তালিকা ভুক্ত হলেও বাংলায় হয়নি। বাংলায় তালিকা ভুক্ত না হওয়ার কারণে কেন্দ্রীয় সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সদগোপ সমাজ। পশ্চিমবঙ্গ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ওয়েলফেয়ার দপ্তরের পক্ষ থেকে একটি অ্যানেকক্সচার টু প্রকাশ হয়েছে। তাতে কোন কোন ব্লকে সদগোপরা রয়েছেন তার তালিকা প্রকাশের সার্ভে করতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ রয়েছে সদগোপদের। তিনি আরও বলেন, যদি কেন্দ্র সরকারের নিয়ম অনুযায়ী আমাদের সংরক্ষণ না হয় তাহলে আমরা আইনে লড়াই লড়বো। পাশাপাশি তিনি বলেন সদগোপ সমাজ পশ্চিমবঙ্গের একটি বড় সংখ্যায় রয়েছে, তা প্রমাণ করার জন্য আমরা বড়

এরপর ৩ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে সারা রাজ্যজুড়ে পালিত হচ্ছে,
জয় জোহার মেলা

আমিরুল ইসলাম,বামনগোলা, মালদা : নিউজ সারাদিন : মাদলের ছন্দে মেতে উঠুন আনন্দে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে সারা রাজ্য জুড়ে পালিত হচ্ছে জয় জোহার মেলা ১৫ টি জেলার ১০২টি আদিবাসি অধ্যুসিত ব্লকে ৩ তারিখ থেকে৫ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে এই মেলা ।সেই মতে বামনগোলা ব্লকে পালিত হল জয় জোহার মেলার। এদিন বামনগোলা ব্লক পড়াশোনার উদ্যোগে এই মেলা মনে হচ্ছে জয় জোহার মেলা। এদিন মেলাটি অনুষ্ঠিত হয় পাকুয়াহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে।বামনগোলা ব্লক থেকে র‍্যালি বের হয় সেই র‍্যালি গোটা পাকুয়াহাট পরিক্রমা করে স্কুল মাঠে আসে।সেখানে প্রথমে সিদো কানু, পন্ডিত রঘুনাথ মুমু, ফুলো মুর্মু ও ঝানু মুর্মু ছবিতে মাল্য দান করে প্রদীপ প্রজ্জলন মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানে শুভ সূচনা করা হয়।এদিন উপস্থিত ছিলেন, বামনগোলা ব্লকের বিডিও বিশ্বজিৎ রায়,এডিম অরিন্দম সরকার, জেলা সভাধিপতি লিপিকা ঘোষ বর্মন, সহ রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখার্জী, মালতিপুর বিধায় আব্দুর রহিম বক্সি ,ও বিভিন্ন আধিকারিক সহ বিশিষ্ট সমাজসেবী। যেখানে আদিবাসী মানুষদের নিজস্ব নৃত্য পরিবেশন, গান শিল্প, ও সংস্কৃতির প্রচার, প্রসার ও প্রদর্শন এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করা সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের স্টল করা হয়।

লোকসভা নির্বাচনের আগে জঙ্গলমহলে জাতিসত্তার আন্দোলনে সরব সদগোপরা

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম : নিউজ সারাদিন : বঙ্গের এক বিচিত্রময়ী জেলা ঝাড়গ্রাম! শাল পিয়ালের ফাঁকে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। রয়েছে আদিবাসী, মাহাতো কুড়মী সহ সদগোপ ও বিভিন্ন জনজাতির বসবাস। জঙ্গলমহলের অন্তর্গত ঝাড়গ্রাম জেলা বার-বার জেরবার হয়েছে জাতিসত্তার

এরপর ৩ পাতায়

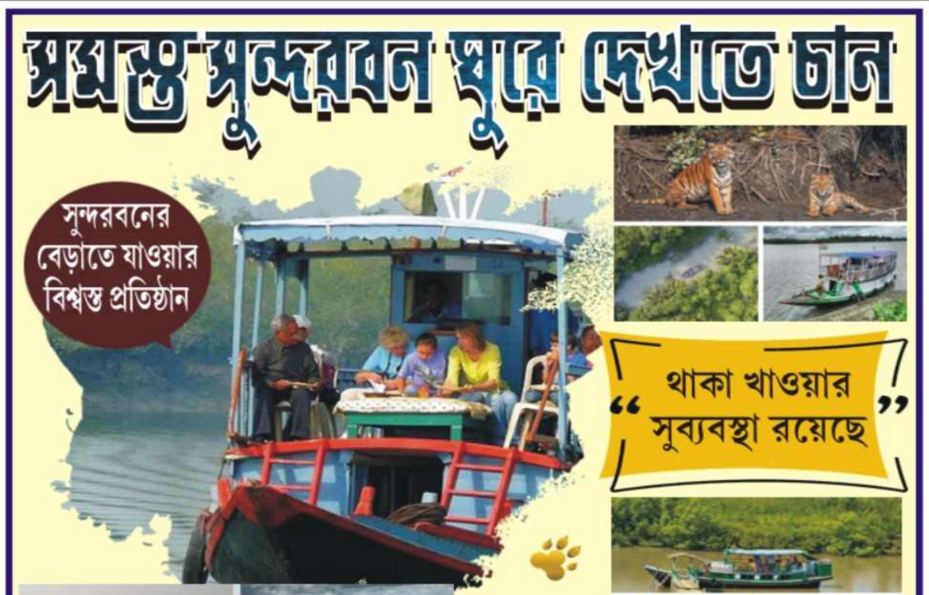

ভুকাইলাসে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির সম্পন্ন

কলকাতা : নিউজ সারাদিন : পোর্ট অঞ্চলের যংগ বালিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে ময়ূরভঞ্জ শান্তি সমিটি কর্তৃক খিদিরপুরের ভূকাইলাস স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই ক্যাম্পে মানুষ উৎসাহের সাথে অংশ নেয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কাউন্সিলর নিজামউদ্দিন শামস, সমাজকর্মী, হাজী মাতলুব খান, করিমুল্লাহ খান, ইরশাদ (জুলুম ভাই), চন্দন গুপ্ত, সম্পাদক অমর ধানুক, সভাপতি কালী চরণ, রামু, বিশ্বাস, জিৎরাম ধানুক প্রমুখ।

পোড়া মা মন্দিরে পুজো দিয়েই
প্রচার শুরু করলেন বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার

অভিজিৎ সাহা, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : ১৩ নং রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের দ্বিতীয়বারের জন্য বিজেপি প্রার্থী হলেন জগন্নাথ সরকার। দ্বিতীয়বারের জন্য নাম ঘোষণা হতেই নদিয়ার নবদ্বীপের অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মা পোড়ামা মন্দিরে পুজো দিয়ে তীর্থ শহর থেকে প্রথম প্রচার শুরু করলেন রানাঘাট কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার। পোড়া মাকে পুজো দেওয়ার পর তিনি সাংবাদ মাধ্যমকে জানান সাধারণ জনগণ তথা দল আমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করেছে তাই পুনরায় পাঁচ বছরের জন্য আবার আমাকে নির্বাচনে প্রার্থী করেছে। আমার প্রতি এবং দলের প্রতি আস্থা রাখার জন্য উভয়ের কাছে কৃতজ্ঞ। নির্বাচনে জয়লাভ করার পর আমি যেন আরো বেশি করে কাজ করতে পারি, আমার শরীর সুস্থতা এবং কাজের প্রতি আস্থা সমস্তটাই ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি যাতে আরো বেশি আপনাদের জন্য উন্নয়ন করতে পারি। কৃষ্ণনগর থেকে মোদীজি যেমন স্লোগান দিয়েছেন এইবার ৪০০ পার, আর আমার স্লোগান এইবার রানাঘাট লোকসভা থেকে চার লক্ষ পার।

যুগাবতার চৈতন্য দেব যেমন কলিযুগে অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন তাকে কেন্দ্র করেই ইসকন মন্দির তৈরি হয়েছে। এই ইসকন মন্দির কে ওয়ার্ল্ডের হেরিটেজ ক্যাপিটাল রূপে ঘোষণা করতে চাই। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় রাজ্য সরকার বদলালে এটা হেড শুধু নয় ওয়ার্ল্ড ক্যাপিটাল হবে আমার মোদীজি কে বলা আছে। তীর্থ শহর নবদ্বীপ তার জন্য এই জায়গা উন্নয়ন হবে এবং প্রচুর মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উপকৃত হবেন।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপ রেল পরিষেবার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন আমঘাটা পর্যন্ত জায়গা পাওয়া গেছে তাই রেলের কাজ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে, গঙ্গার ওপর রেল ব্রিজ নির্মাণ হয়ে গেছে। জমি না পাওয়ার জন্য এইখানে রেলপথ তৈরি করা যাচ্ছে না। জমি অধিকগ্রহণ করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের যদি কেন্দ্রের সঙ্গে সহযোগিতা করে তাহলে দ্রুত গতিতে এই লাইন তৈরি করা সম্ভব। এই মার্চ মাসের মধ্যেই আশা করা যাচ্ছে আমঘাটা পর্যন্ত রেল পরিষেবা চালু হয়ে যাবে।অন্যদিকে কৃষ্ণনগর থেকে করিমপুর পর্যন্ত রেল পরিষেবা চালুর জন্য পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তারও কাজ থমকে রয়েছে এই জমি অধিগ্রহণের জন্য। জমি পেলেই দ্রুতগতিতে কাজ করা সম্ভব জগন্নাথ বাবু জানান। জগন্নাথ বাবু মায়ের প্রাঙ্গণে পুজো দিতে আসার সময় সফর সঙ্গী ছিলেন প্রচুর বিজেপির সমর্থকরা।

রবিবাসরীয় কলকাতায় রুট মার্চ শুরু কেন্দ্রীয় বাহিনীর,
৭ মার্চ আসছে আরও ৫০ কোম্পানি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : নির্বাচনের নির্ঘণ্ট এখনও ঘোষণা হয়নি। আগামী সপ্তাহে তা ঘোষণা করা হতে পারে। এই আবহে বাংলায় পা রেখেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। জেলায় পৌঁছে গিয়েছে ১ কোম্পানি আধাসেনা। শনিবার বাংলার বিভিন্ন জেলা- জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, শিলিগুড়িতে পৌঁছন জওয়ানরা। আবার দক্ষিণবঙ্গের হাওড়া, হুগলি, বীরভূম, পুরুলিয়া, উত্তর ২৪ পরগনায় পৌঁছে গিয়েছেন জওয়ানরা।এছাড়া সন্দেশখালি বাজারে চলে রুট মার্চ। রবিবারই রাজ্যে আসছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। দলে থাকছেন ১৫ জন

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

মোদির সভায় বিজেপিতে যোগ, ভোটে তমলুকের প্রার্থী হচ্ছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়!

ভোটের আগে সরাসরি রাজনীতির ময়দানে আসছেন তিনি। শোনা যাচ্ছে, বিজেপির হাত ধরে ময়দানে পা রাখবেন। গেরুয়া শিবিরের টিকিটেই লড়াই করবেন বিচারপতি। উল্লেখ্য, তমলুকের বর্তমানের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী। তৃণমূলের টিকিট জিতলেও একুশের বিধানসভা নির্বাচনের সময় থেকে অধিকারী পরিবার বিজেপির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রেখে চলছে। বিজেপির প্রথম দফার প্রার্থী তালিকায় নাম রয়েছে সৌমেন্দু অধিকারীর। লড়ছেন কাঁথি আসন থেকে। যেখানকার বর্তমান সাংসদ শুভেন্দু অধিকারীর বাবা শিশির অধিকারী। জল্পনা সত্যি হলে তমলুক থেকে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ভোটে লড়বেন। সেক্ষেত্রে দিব্যেন্দু কোথা থেকে টিকিট পায়, সেটাই এখন দেখার।

১-ম পাতার পর

সঙ্কটকালে তিনিই বাংলায় গরিবের ত্রাতা, মমতার ইমেজ ভাবাচ্ছে বিজেপিকে

সমালোচকদের মুখে ছাই দিয়ে প্রতিটি প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তাতেই জন্মেছিল বিশ্বাস, কথা দিলে তা রাখেন মমতা। সেই বিশ্বাস আজও অটুট রয়েছে বাংলার বুকে। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের মজুরি বাবদ ৩৭৩২ কোটি টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন নরেন্দ্র মোদির সরকার। সেই বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মমতা। তখন আবারও উঠেছিল প্রশ্ন, এত টাকা আসবে কোথা থেকে? তার উত্তর মুখ্যমন্ত্রী মুখে দেননি। মমতা কিন্তু সেটাও কাজে করে দেখালেন। শুরু হয়েছে শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে তাঁদের হকের টাকা পাঠানো। আর এসব দেখে গ্রামের মানুষ কী বলছে? 'মমতা শুধু কথাই রাখেন না, সঙ্কটকালে তিনিই গরিবের ত্রাতা।' আর এই ইমেজই এখন কপালে ভাঁজ ফেলছে বিজেপির নেতা থেকে প্রার্থীদের।বাংলার বুকে অনেকেই মনে করছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের বকেয়া মজুরি মিটিয়ে দেওয়ায় আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জোর ধাক্কা খাবে বিরোধীরা। গরিব মানুষের আটকে থাকা হকের টাকা মিটিয়ে দেওয়াকে তৃণমূল বিরোধীরা 'ভোটের আগে নির্বাচনী ঘুষ' হিসাবেই দেখছেন। আর এখানেই ওয়াকিবহাল মহলের প্রশ্ন, 'তাঁরা কী চাইছিলেন? ১০০ দিনের বকেয়া মজুরি না মিটিয়ে রাজ্য সরকার আদালতে যাক। আদালত থেকে নিয়ে আসুক মজুরি মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ। কিন্তু সেটা করলে গরিব, খেটেখাওয়া মানুষের দুর্ভোগ আরও কিছুটা লম্বা হতো। কিন্তু রাজনীতির ইস্যুটা জিইয়ে রাখা যেত। নিয়োগ প্রক্রিয়ার মতো বকেয়া মজুরির বিষয়টি ঝুলে থাকলে গরিবদের উস্কে দেওয়া কিঞ্চিত সহজ হতো।' কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বকেয়া মজুরি মিটিয়ে দেওয়ায় সেই রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেল। এভাবে একের পর এক ইস্যু হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় হতাশা ক্রমশ বাড়ছে বিরোধী শিবিরে। শিবরাত্রির সলতের মতো জ্বলছিল সন্দেশখালি। মূল অভিযুক্ত শেখ শাহজাহান গ্রেফতার হওয়ায় সেটাও গেল।রাজনৈতিক মহলের বিশ্বাস, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা বৃদ্ধি এবং ১০০ দিনের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার প্রভাব লোকসভা ভোটে পড়বেই পড়বে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দু'টি পদক্ষেপ আসন্ন নির্বাচনে ঘাসফুল শিবিরকে অনেকটা এগিয়ে দেবে। এখনও হাতে আছে আবাস যোজনার ঘর। নরেন্দ্র মোদির দিকে তাকিয়ে আছে বাংলার ১১ লক্ষ পরিবার। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দিলে বিজেপির বিরুদ্ধে বাংলাকে বঞ্চনার স্ট্যাম্পটা পাকাপাকিভাবে লেগে যাবে। হাজার ধুলেও তা উঠবে না। মমতা সেখানেও আশ্বাস দিয়ে রেখেছেন। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে শুধু আশ্বাসই নয়, মমতার টার্গেট আবাস যোজনায় নাম থাকা ৩৩ লক্ষ মানুষের মাথায় পাকা ছাদ গড়ে দেওয়ার। ঘোষণা শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। আসলে বাংলা বুঝে গিয়েছে, মোদি না দিলে দেবে দিদি। আর সেটা ঘটলে নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহদের বাংলায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেও খুব একটা লাভ হবে না। কোভিড পর্বের পরে বিশ্বের তাবড় তাবড় অর্থনীতিবিদ বলেছিলেন, অর্থনীতিতে ঘুরে দাঁড়ানোর একটাই রাস্তা, টাকা দিতে হবে গরিবের হাতে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী সেই পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। কারণ কারণ অর্থনীতিবিদরা নোবেলজয়ী ঠিকই, কিন্তু মোদিজির তালে তাল ঠোকেন না। তাই 'বিশ্বগুরু' হেঁটেছিলেন উল্টোপথে। গোটা দেশে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছিলেন। আর বাংলায় তো বন্ধই করে দিয়েছেন। আসলে বাংলাকে বরবাদ করাই ছিল বরাদ্দ বন্ধের উদ্দেশ্য।

২ পাতার পর

লোকসভা নির্বাচনের আগে জঙ্গলমহলে জাতিসত্তার আন্দোলনে সরব সদগোপরা

বড় সভা সমিতি করব। তবে দাবি না মেনে নিলে বাংলা জুড়ে বৃহত্তর আন্দোলন করবেন বলে জানান তিনি। তবে জাতিগত আন্দোলন করতে গিয়ে কোনদিন কোন ধরনের রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করা উচিত নয় বলে জানান তিনি। এদিনের আলোচনা সভায় আগামী দিনের আন্দোলনের রূপরেখা ঠিক করা হয়, পাশাপাশি ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটিও গঠন করা হয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সদগোপ আন্দোলনের ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি চন্দ্রশেখর সাউ, সদগোপ আন্দোলনের নেতা অবনী কুমার ঘোষ। জানা গেছে, এক গোষ্ঠী থেকে অন্যতে, এক সম্প্রদায় থেকে অন্য সম্প্রদায়-জাতি সত্তার আন্দোলন ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে জঙ্গলমহলে। লোকসভা ভোটের আগে জাতিসত্তার দাবিটিকে আরও জোরালোভাবে প্রশাসনের নজরে আনতে এবার পথে নামছেন সদগোপ সম্প্রদায়। লোকসভা নির্বাচনের আগে জঙ্গলমহলে একের পর এক আন্দোলন সংঘটিত হচ্ছে তাতে যথেষ্ট চাপে পড়তে চলেছে রাজ্যের শাসক দল। এগুলোর মধ্যেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল সদগোপ সম্প্রদায়।

শ্রীসমীরেশ্বর উদ্‌ঘাটন সাংস্কৃতিক উৎসবে সম্মানিত হলেন

২ পাতার পর

রবিবাসরীয় কলকাতায় রুট মার্চ শুরু কেন্দ্রীয় বাহিনীর, ৭ মার্চ আসছে আরও ৫০ কোম্পানি

সদস্য। সন্ধ্যে ৬টা নাগাদ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক আছে। সেখানে উপস্থিত থাকবেন চিফ ইলেকশন কমিশনার, ইলেকশন কমিশনের ডেপুটি কমিশনার, রাজ্য পুলিশের নোডাল অফিসার। প্রথম দফায় ১০০ কোম্পানি বাহিনী আসে মার্চের শুরুতেই। বাকি ৫০ কোম্পানি পৌঁছবে মার্চ মাসের ৭ তারিখ।আজ, রবিবার আরও কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছল কলকাতায়। কলকাতাতে শুরু হয়েছে রুটমার্চ। বাংলায় আসছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। আজ বিকেলেই বৈঠকে বসছেন নির্বাচন কমিশনের কর্তারা।

এদিকে শহরে ৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর দেখা মিলেছে রবিবার। সার্ভে পার্ক, কসবা এলাকায় বিএসএফের জওয়ানদের রুটমার্চ করতে দেখা যায়। কসবার কমিউনিটি হলে দেখা যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের। আজ থেকেই কলকাতার নানা জায়গায় রুট মার্চ শুরু করেছে তারা। ইতিমধ্যেই ১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে গিয়েছে রাজ্যে। আরও ৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসবে ৭ মার্চ। কসবার কমিউনিটি হল থেকে প্রত্যেকটি থানা নির্দিষ্টভাবে এসে তাঁদের নিয়ে যাবে। প্রত্যেকটি এলাকায় গিয়ে তাঁরা রুট মার্চ করবেন।অন্যদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, আজ থেকেই কলকাতায় রুটমার্চ করার পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। তাই জেলাতেও যে ছবি শনিবার ধরা পড়েছিল, আজ রবিবার থেকে সেটা কলকাতাতেও দেখা যাচ্ছে। সাধারণ ভোটারদের মনোবল বাড়াতে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ঠেকাতে কাজ করবেন তাঁরা। পাত্রসায়র, পূর্ব যাদবপুর এলাকায় ইতিমধ্যেই টহল দিয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। রবিবার সকাল থেকেই বনগাঁয় কেন্দ্রীয় বাহিনী রুট মার্চ শুরু করেছে। উত্তর দিনাজপুর থেকে আপাতত দুই কোম্পানি এসেছে। এদিন কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে দেখা গেল বনগাঁ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শিবু ঘোষ, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অর্ক পাঁজা-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।

২ পাতার পর

লোকসভা নির্বাচনের আগে জঙ্গলমহলে জাতিসত্তার আন্দোলনে সরব সদগোপরা

আন্দোলনে! কখনো আদিবাসী সমাজ, তো আবার কখনো কুড়মী সম্প্রদায়। তাতে আবার যোগ হলো সদগোপ সম্প্রদায়। সামনেই লোকসভা নির্বাচন, তার আগে আবারও জাতিসত্তার দাবিতে জোরালভাবে পথে নামছেন সদগোপ সম্প্রদায়। নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে রবিবার সদগোপ সমাজ একত্রিত হয়ে ঝাড়গ্রাম জেলার লোধাশুলিতে হল সদগোপ আন্দোলনের জেলা সম্মেলন। উক্ত সম্মেলনে পড়শী রাজ্য ঝাড়খন্ড এর সদগোপ সমাজের রাজ্য সভাপতি রণজিৎ বালা জানান, ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি চন্দ্রশেখর সাউ, সদগোপ সমাজের নেতা অবনী কুমার ঘোষ। ঝাড়খন্ড এর সদগোপ সমাজের রাজ্য সভাপতি রণজিৎ বালা বলেন ঝাড়খন্ড সহ ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যে আমরা ওবিসি তালিকা ভুক্ত হলেও বাংলায় হয়নি। বাংলায় তালিকা ভুক্ত না হওয়ার কারণে কেন্দ্রীয় সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সদগোপ সমাজ। পশ্চিমবঙ্গ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ওয়েলফেয়ার দপ্তরের পক্ষ থেকে একটি অ্যানেকক্সচার টু প্রকাশ হয়েছে। তাতে কোন কোন ব্লকে সদগোপরা রয়েছেন তার তালিকা প্রকাশের সার্ভে করতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ রয়েছে সদগোপদের। তিনি আরও বলেন, যদি কেন্দ্র সরকারের নিয়ম অনুযায়ী আমাদের সংরক্ষণ না হয় তাহলে আমরা আইনে লড়াই লড়বো। পাশাপাশি তিনি বলেন সদগোপ সমাজ পশ্চিমবঙ্গের একটি বড় সংখ্যায় রয়েছে, তা প্রমাণ করার জন্য আমরা বড় বড় সভা সমিতি করব। তবে দাবি না মেনে নিলে বাংলা জুড়ে বৃহত্তর আন্দোলন করবেন বলে জানান তিনি। তবে জাতিগত আন্দোলন করতে গিয়ে কোনদিন কোন ধরনের রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করা উচিত নয় বলে জানান তিনি। এদিনের আলোচনা সভায় আগামী দিনের আন্দোলনের রূপরেখা ঠিক করা হয়, পাশাপাশি ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটিও গঠন করা হয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সদগোপ আন্দোলনের ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি চন্দ্রশেখর সাউ, সদগোপ আন্দোলনের নেতা অবনী কুমার ঘোষ। জানা গেছে, এক গোষ্ঠী থেকে অন্যতে, এক সম্প্রদায় থেকে অন্য সম্প্রদায়-জাতি সত্তার আন্দোলন ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে জঙ্গলমহলে। লোকসভা ভোটের আগে জাতিসত্তার দাবিটিকে আরও জোরালোভাবে প্রশাসনের নজরে আনতে এবার পথে নামছেন সদগোপ সম্প্রদায়। লোকসভা নির্বাচনের আগে জঙ্গলমহলে একের পর এক আন্দোলন সংঘটিত হচ্ছে তাতে যথেষ্ট চাপে পড়তে চলেছে রাজ্যের শাসক দল। এগুলোর মধ্যেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল সদগোপ সম্প্রদায়।

পয়লা মার্চ ২০২৪ থেকে চালু হয়েছে

প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন পিরিয়ডিক্যাল অ্যাক্ট, ২০২৩

নতুন দিল্লি, ২ মার্চ, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : সংবাদপত্র ও সাময়িকীর নথিভুক্তি আইন ২০২৩ সম্পর্কে এক নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এসম্পর্কিত আইনটি কার্যকর হয়েছে এবছরের পয়লা মার্চ থেকে। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি এবং নতুন আইন অনুসারে এখন থেকে সংবাদপত্র ও সাময়িকীর নথিভুক্তি প্রক্রিয়া চালু হচ্ছে অনলাইনে। এজন্য Press Registrar General of India – PRGI–এর আওতায় একটি নতুন পোর্টালও ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে। এটির সূচনা করেছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী শ্রী অনুরাগ ঠাকুর। নথিভুক্তিকরণের দায়িত্বে রয়েছে প্রেস রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (পিআরজিআই) এতদিন পর্যন্ত যা রেজিস্ট্রার ফর নিউজপেপার অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ আরএনআই নামে পরিচিত ছিল। নতুন প্রেস সেবা পোর্টালটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে presssewa.prgi.gov.in নামে একটি নতুন ওয়েবসাইটও। সেখানে সন্নিবেশিত হয়েছে নথিভুক্তিকরণ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য। নতুন আইন অনুযায়ী সমস্তরকম বই ও জার্নালকে নথিভুক্তিকরণ প্রক্রিয়ার বাইরে রাখা হয়েছে। কারণ, নতুন আইনে বলা হয়েছে যে একটি সাময়িকী হল সংবাদপত্র সহ এমন কিছু প্রকাশনা যা নিয়মিত ভাবে সময়ান্তরে প্রকাশিত ও মুদ্রিত হয়ে থাকে এবং যার মধ্যে সংবাদ সম্পর্কিত বিষয়গুলিই স্থান পায়। শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি সহ যাবতীয় বিষয়কে এই প্রকাশনার মধ্যে রাখা হয় না। এর অর্থ ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, এই ধরনের বইগুলির জন্য পিআরজিআই-এর নথিভুক্তিকরণের কোনো প্রয়োজন নেই। নতুন আইন অনুসারে সাময়িকীগুলির নথিভুক্তিকরণের জন্য আবেদন গ্রাহ্য হবে শুধুমাত্র অনলাইন প্রেস সেবা পোর্টালটির মাধ্যমে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পিআরজিআই হল এমন একটি উদ্যোগ যা পূর্বের প্রথাগত নথিভুক্তিকরণ প্রক্রিয়ার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সাময়িকীগুলির প্রকাশকদের নথিভুক্তি-করণের কাজ আরও সহজ করে তুলতে এই নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ৬২ সংখ্যা ০৪ মার্চ, ২০২৪ সোমবার ২০ ফাল্গুন, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

১৮,১০০ কোটি টাকারও বেশি একগুচ্ছ জাতীয় সড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ বিহারের ঔরঙ্গাবাদে ২১,৪০০ কোটি টাকার একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। এর মধ্যে সড়ক, রেল, নমামি গঙ্গে সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত প্রকল্প রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী একটি চিত্র প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঔরঙ্গাবাদের যে মাটি বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বিহার বিভূতি শ্রী অনুরাগ নারায়ণের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের জন্ম দিয়েছে, সেখানে আজ বিহারের উন্নয়নের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় লেখা হচ্ছে। প্রায় ২১,৫০০ কোটি টাকার যেসব প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস আজ করা হল, তার মধ্য থেকে আধুনিক বিহারের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠছে। আমাস-দ্বারভাঙা চার লেনের করিডর, দানাপুর-বিহতা চার লেনের উড়াল পথ এবং পাটনা রিং রোডের শেরপুর-দিঘওয়াড়া অংশের শিলান্যাসের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সময়মতো প্রকল্পের কাজ শেষ করে তা জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা বর্তমান সরকারের এক বৈশিষ্ট্য। এটাই হল মোদীর গ্যারান্টি। এই প্রসঙ্গে তিনি আরা বাইপাস রেললাইন এবং নমামি গঙ্গের আওতায় ১২টি প্রকল্পের শিলান্যাসেরও উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিহারের মানুষ, বিশেষত ঔরঙ্গাবাদের বাসিন্দারা বারাণসী-কলকাতা এক্সপ্রেসওয়ের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। এর ফলে উত্তরপ্রদেশ ও কলকাতার মধ্যে যাতায়াতের সময় বেশ কয়েক ঘণ্টা কমে যাবে। আজকের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির জন্য প্রধানমন্ত্রী বিহারের মানুষকে ধন্যবাদ জানান। সম্প্রতি ভারতরত্নে ভূষিত হওয়া জননায়ক কর্পুরী ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর এই সম্মান সারা বিহারের সম্মান। অযোধ্যা ধামে শ্রী রাম মন্দিরের বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এতে মা সীতার দেশের মানুষজনও অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছেন। বিহারের মানুষ এই প্রাণপ্রতিষ্ঠা উৎসবে বিপুলভাবে অংশগ্রহণ করেছেন বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার ফিরে আসায় সন্তোষ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিহার আজ উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। এখানে পরিবারকেন্দ্রিক রাজনীতি কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। মাত্র একদিনে বিপুল মাত্রার এই উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ডাবল ইঞ্জিন সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিবর্তনের গতি কতটা দ্রুত হতে পারে, এ তারই ইঙ্গিত। সড়ক প্রকল্পগুলি পাটনা, নালন্দা, জাহানাবাদ, গয়া, বৈশালী, সমস্তিপুর এবং দ্বারভাঙার মতো শহরগুলির চালচিত্র পাল্টে দেবে। নির্মীয়মান দ্বারভাঙা বিমানবন্দর ও বিহতা বিমানবন্দরও এই সড়ক পরিকাঠামোর সঙ্গে সংযুক্ত হবে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। বিহারের পর্যটন ক্ষেত্রের ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনার ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বন্দে ভারত ও অমৃত ভারতের মতো আধুনিক ট্রেনের চলাচল এবং অমৃত ভারত স্টেশনগুলির উন্নয়ন এক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগে নাগরিকদের মধ্যে নিরাপত্তার অভাব দেখা যেত, এখানকার যুব সমাজ বাইরে চলে যেত। কিন্তু আজ তারা এখানে বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে নিজেদের প্রশিক্ষিত করছে। প্রায় ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হতে চলা একতা মলের শিলান্যাসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের পক্ষে এ এক নতুন দিশা ও ইতিবাচক ভাবনার সূচনা। এতে বিহারের হস্তশিল্পগুলি আরও প্রসার লাভ করবে। তিনি বলেন, আমরা আর বিহারকে পুরনো সময়ে ফিরে যেতে দেব না। এটা মোদীর গ্যারান্টি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিহারের গরিব মানুষের উন্নতি হলে তবেই রাজ্যের উন্নতি হবে। সেজন্যই সরকার গরিব, দলিত, অনগ্রসর, উপজাতি ও বঞ্চিতদের উন্নয়নে জোর দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার আওতায় ৯ কোটি সুবিধাভোগী উপকৃত হচ্ছেন। উজ্জ্বলা গ্যাস সংযোগ পেয়েছেন বিহারের ১ কোটি মহিলা। রাজ্যের ৯০ লক্ষ কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির আওতায় মোট ২২,০০০ কোটি টাকা পৌঁছে গেছে। ৫ বছর আগে মাত্র দুই শতাংশ পরিবারে নলবাহিত জলের সংযোগ ছিল, বর্তমানে ৯০ শতাংশ বাড়িতে এই সংযোগ রয়েছে। রাজ্যের ৮০ লক্ষ মানুষ আয়ুষ্মান কার্ডের সুবিধা পাচ্ছেন। খুব শীঘ্রই উত্তর কোয়াল বাঁধ যোজনার কাজ শেষ হবে। এতে বিহার ও ঝাড়খণ্ডের কৃষকরা ১ লক্ষ হেক্টর কৃষিজমিতে সেচের সুবিধা পাবেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিহারের উন্নয়ন, শান্তি, আইনের শাসন এবং এখানকার বোন ও মেয়েদের অধিকার রক্ষা হল মোদীর গ্যারান্টি। তাঁর সরকারের তৃতীয় মেয়াদে এই গ্যারান্টি পূর্ণ হবে এবং বিকশিত ভারত গঠিত হবে বলে প্রধানমন্ত্রী দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। বক্তব্যের শেষে প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে সমবেত মানুষজন তাঁদের মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বেলে আজকের উন্নয়নের এই উৎসব উদযাপন করেন।

বিহারের রাজ্যপাল শ্রী রাজেন্দ্র ভি আরলেকর, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নীতীশ কুমার প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

উভয় অর্থেই (সরস+বতী) সরস্বতী হলেন আলোকিত জীবনময়তার প্রতীক। মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে এ দেবীর পূজা হয়। দেবীর সঙ্গে থাকা হংস, সেখানে কর্দমজল রূপী পাপ অধিষ্ঠান করতে পারে নাথ পরমাত্মার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত। এ-ও মনে করেন অনেক পণ্ডিত, সরস্বতীর কাছেই মানুষের ব্রহ্মজ্ঞানের পাঠ নিতে হবে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার হয়রান ও হেনস্থা শিকার

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(পঞ্চম পর্ব)

হেদিয়াবাদ মৌজা জিএল নাম্বার ৬৭,দাগ নম্বর ১০৭৩,১২৬৬,১২৬৫/১২৬৯ জমিগুলো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের। এই দাগের জমিগুলো কেড়ে নেবে বলে প্রায় ১০০ জন লোকের নিজের গৃহ নিজ ভূমি পাট্টা দিয়ে দেয় সাধারণ মানুষের নামে , সেখানে নেতা পরিবারে সবচেয়ে বেশি নাম সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় বাবুর জমি জায়গার মধ্যে। নিজ গৃহ নিজে ভূমি প্রকল্পের অনেকেই ঘরও পায়নি জমিও পায়নি অথচ কোটি কোটি টাকা লোপাট হয়েছে তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি কিভাবে অন্য লোকের নামে নিজ গৃহ নিজ ভূমি প্রকল্পের রেকর দেয়া হলো ক্যানিং টু বি এল আর অফিস থেকে। গতকাল সোমবার মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবারের জমির উপরে সেই সব ব্যক্তিদের তদন্ত করার জন্য ডাকা হয়েছিল বিএলআর ও থেকে, প্রায় ৪০ জনকে নোটিশ পাঠিয়েছিলেন আর মৃত্যুঞ্জয়কে সেখানে ডাকা হয়েছিল, পরিস্থিতি উত্তেজনা থাকার কারণে মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে থেকে পুলিশের জানিয়েছিল। পুলিশ আসার ফলে লোকাল রাজনৈতিক নেতা ও ভূমি ও ভূমি সংস্কারের আধিকারিক দের উদ্দেশ্যটা বানচাল হয়ে যায়, এই দিনে আর তদন্ত করা হলো না। ম্যাপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই অজুহাত দেখিয়ে, ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের অফিসে ম্যাপ থাকে না এটা হতেই পারে না। তাহলে কি মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের জমির উপরে যবর দখল ঘর বাঁধিয়ে দেবে বলে সময় নিলেন ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মনে পড়ে যাচ্ছে, বিগত দিনের কয়েকটি মুহূর্ত সম্পাদক পরিবারের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো। তাই বলতে চাই স্বতন্ত্র মাধ্যমকে বলা হয় সংবাদপত্র বা ডিজিটাল মিডিয়া, ইলেকট্রিক মিডিয়া সহ অন্যান্য মাধ্যমকে। আর এই স্বতন্ত্র সম্পাদনা যারা করে তারা সর্বদাই রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে হয় এটাই হচ্ছে সত্য বা স্বতন্ত্রের পরিকাঠামো, সেটা আইনগতভাবে বৈধ ভাবমূর্তি ও রয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদনার যা চরিত্র তা পুরোপুরি নিরপেক্ষ থাকাই দরকার, আর সেটা কুড়ি বছর ধরে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যথাযথভাবে পালন করছে। একশ্রেণীর মূর্খ রাজনৈতিক নেতারা এই সম্পাদক পরিবারের রাজনীতি করাতে বাধ্য করছে বহু ক্ষেত্র। ২০০৭ সাল থেকে আজকের ২০২৩ সাল পর্যন্ত বারবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। বহুভাবে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে মেরে ফেলার চেষ্টা যেন অব্যাহত রয়েছে, সম্প্রীতি বিকালে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতাকে রাস্তায় আটকে হুমকিস্বরে জমি জায়গা দলিল দেখানোর কথা বলে এক নেতা, যার স্ত্রীর নামে নিজ গৃহ নিজে ভূমির রেকর্ড আছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জমির উপরে। কয়েকজন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে, এইভাবে জোট জুলুম করে জমি জায়গার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা এইসব নেতাদের। সেই কারনে কী সম্পাদক পরিবারের জমি জায়গা জোরপূর্বক দখল নেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই জমিগুলো সম্পাদক পরিবারের দখলে আছে। জমিগুলো রেকর্ড অন্য লোকের নামে করেছে নেতারা,তাহলে কি প্রশাসনের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

তৃণমূলের বিগ্রেড সমাবেশ 'জনগর্জন সভা' এর সমর্থনে

অরূপ বিশ্বাসের ডাকে টালিগঞ্জ তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ ভিত্তিক কর্মী সম্মেলন

সুমিত ভট্টাচার্য, ,কলকাতা : নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ১০ই মার্চ ব্রিগেড সমাবেশের ডাক দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার ৩ মার্চ টালিগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত বাঁশদ্রোনীর শান্তিনগর মাঠে টালিগঞ্জ তৃণমূল কংগ্রেসের বুথভিত্তিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তৃণমূলের বিগ্রেড সমাবেশ 'জনগর্জন সভা' এর সমর্থনে এদিনের সমাবেশ হয়। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এদিনের কর্মী সম্মেলন ছিল কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ। তৃণমূল কর্মীদের আবেগ, উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মত। টালিগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ডাকে এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন দলীয় পতাকা উত্তোলন, শহীদবেদীতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণের পাশাপাশি প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সভার সূচনা করেন দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা রাসবিহারী কেন্দ্রের বিধায়ক দেবাশীষ কুমার, রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সহ টালিগঞ্জ যাদবপুর অঞ্চলের বিভিন্ন পুরপ্রতিনিধিগণ। এদিনের কর্মীসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক শীর্ষস্তরের রাজ্যনেতৃত্বের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী চন্দ্রীমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা, পার্থ ভৌমিক, ইন্দ্রনীল সেন, আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায়, যাদবপুরের বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার, দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুনাল ঘোষ, যুব সভানেত্রী সায়ণী ঘোষ, সাংসদ মালা রায়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সভাপতি শুভাশীষ চক্রবর্তী, দলীয় মুখপাত্র তথা কলকাতা পুরনিগমের পুরপ্রতিনিধি অরূপ চক্রবর্তী এছাড়াও এদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুরনিগমের পুরপ্রতিনিধি তপন দাশগুপ্ত, গোপাল রায়, অনিতা কর মজুমদার শীল, বিশ্বজত মন্ডল, সন্দীপ নন্দী মজুমদার, প্রসেনজিত দাস, সন্দীপ দাস প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের উত্তরীয়, ব্যাচ সাথে প্রত্যেকের নাম লেখা একটি করে মেমেন্টো ও একটি করে গাছের চারা দিয়ে মঞ্চে বরণ করে নেন টালিগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত বিভিন্ন ওয়াডের যুব সভাপতিরা, মহিলা সভানেত্রীগণ ও অনান্য নেতৃত্ববর্গ। কর্মীসম্মেলনে উপস্থিত কর্মীদের উদ্দেশ্যে এদিন রাজ্য নেতৃত্বের বক্তৃতায় উঠে আসে বাম আমলের সেই রক্তক্ষয়ী অন্যায় অত্যাচারের কথা এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, পাশাপাশি তারা মনে করিয়ে দেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে মানুষের বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রচারের পাশাপাশি সারাবছর মানুষের পাশে থাকতে হবে। এছাড়াও আসন্ন ১০ই মার্চ তৃণমূল সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের ডাকে বিগ্রেড সমাবেশ জনগর্জন সভায় সকলকে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানান। এছাড়াও এদিন টালিগঞ্জ যাদবপুর অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তিশালী সংগঠন ও সবাইকে নিয়ে চলার বিষয়ে এলাকার বিধায়ক তথা সুসংগঠক অরূপ বিশ্বাসের ভূয়সী প্রশংসা করেন উপস্থিত শীর্ষনেতৃত্বগণ। এদিন অরূপ বিশ্বাসের ডাকা তৃণমূলের কর্মীসম্মেলন থেকেই কার্যত টালিগঞ্জ যাদবপুর অঞ্চলে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গেল বলে মনে করছেন এলাকার রাজনীতি সচেতন মানুষ।

সিনেমার খবর

বাবা-মা হতে চলেছেন রণবীর-দীপিকা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বহু প্রতীক্ষার অবসান। বলিউডের জনপ্রিয় জুটি দীপিকা পাডুকোন-রণবীর সিংয়ের ঘরে আসছে নতুন অতিথি। বৃহস্পতিবার সকালে এই খুশির খবর সোশ্যাল মিডিয়া ইন্সটাগ্রামে জানিয়েছেন তারা। কিছুদিন ধরেই দীপিকার মা হওয়া নিয়ে গুঞ্জন চলছিল। এবার জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসলো। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরেই তাদের প্রথম সন্তান জন্ম নেবে বলে জানিয়েছেন দীপিকা-রণবীর। তারা 'সেপ্টেম্বর ২০২৪'
লেখা একটি পোস্টার শেয়ার করেছেন। যেখানে শিশুদের পোশাক, খেলনা এবং বেলুনের ছবি রয়েছে।

উল্লেখ্য, দীপিকা পাডুকোন এবং রণবীর সিং ২০১৮ সালে বিয়ে করেন। তার আগে দীর্ঘ ছয় বছর তারা চুটিয়ে প্রেম করেছেন। পরে পরিবারের উপস্থিতিতে বিয়ে হয়। ২০২৩ সালে কফি উইথ করণ শোতে এসে তাদের বিয়ের ভিডিও প্রকাশ্যে আনেন।

২৯ ফেব্রুয়ারি দীপিকা নিজে ঘোষণা করার কিছুদিন আগেই রটে গিয়েছিল যে তিনি মা হতে চলেছেন। তখন সূত্রের তরফে দ্য উইক জানতে পারে যে দীপিকা বর্তমানে তার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে আছেন এবং শিগগিরই সন্তান আসার বিষয়ে ঘোষণা করবেন। তার কয়েকদিন না যেতেই কাঙ্ক্ষিত সেই ঘোষণা আসলো।

ক্যাটরিনা স্ত্রী হিসেবে কেমন, যা বললেন ভিকি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি ঐতিহাসিক কাহিনি নির্ভর সিনেমা 'ছবা'র শুটিং শেষ করেছেন ভিকি কৌশল। সঞ্জয় লীলা বানসালির 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' ফ্লোরে যাওয়ার অপেক্ষায়। এই ছবিতে পর্দায় অ্যাকশন করবেন ভিকি। শুটিংয়ের পূর্বপ্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেছে।

সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে ব্যস্ত সময় পার করছেন ভিকি। তবে শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও কাছের মানুষদের সময় দিতে তিনি ভোলেন না কখনো। বছর দুয়েক আগে বলিউড-নায়িকা ক্যাটরিনার সঙ্গে ঘর বেঁধেছেন। তার পর থেকে সংসারী ভিকি। স্বামী হিসেবে ভিকির প্রশংসা করছেন স্বয়ং ক্যাটরিনাও। কিন্তু স্ত্রী হিসেবে ক্যাটরিনাকে কত নম্বর দেবেন ভিকি?

ভিকি বলেন, 'বিয়ের পর জীবন সত্যিই বদলে যায়। বিয়ের আগের জীবনের সঙ্গে পরের জীবনের কোনো মিল থাকে না। বিয়ের পর 'আমি'টা 'আমরা' হয়ে যায়। প্রতিটা সিদ্ধান্ত যৌথভাবে নেওয়া জরুরি। আমি সবচেয়ে বেশি পরিণত হয়েছি বিগত আড়াই বছরে। আমার ক্ষেত্রে এই বদলটা অত্যন্ত নেতিবাচক।'

কথায় আছে, সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। ভিকির সংসার কি ক্যাটরিনার গুণেই সমৃদ্ধ? ভিকির জবাব, 'ক্যাটরিনা আমার চেয়ে অনেক বেশি পরিণত। দু'জনের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। সেটা থাকবেই। কিন্তু খাবার অর্ডার করা কিংবা বেড়াতে যাওয়ার জায়গা ঠিক করার ক্ষেত্রে আমরা সব সময় আলোচনা করেই করি।

শুটিং নেই। ব্যস্ততা কম। দু'জনেই বাড়িতে থাকছেন। এমন দিনে একে-অপরের সঙ্গে সময় কাটানো সবচেয়ে পছন্দের ভিকির। ভিকি বলেন, 'ক্যাটরিনা স্ত্রী হিসেবে সেরা। ওর সঙ্গে থাকলে কোনো চিন্তা থাকে না। মনে হয় যেন ভেসে যাচ্ছি।'

পুরোনো প্রেমিক বাদ, কার সঙ্গে বাগদান সারলেন সোহিনী?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : টলিউডের জনপ্রিয় জুটি সোহিনী সরকার আর রণজয় বিষ্ণু। শুধু তাই নয় এই জুটিকে কাপল গোল হিসেবেও ধরা হত। শোনা যায়, দুজন লিভ ইনও করতেন একটা সময়। তবে সেই প্রেম টেকেনি। হঠাৎই তারা আলাদা হয়ে যান। এবার তো নতুন প্রেমিকের সঙ্গে বাগদান সারারই গুঞ্জন উঠল। বেশ কয়েক মাস ধরে অভিনেত্রী সোহিনীর প্রেম এখন টলিপাড়ার ওপেন সিক্রেট। নেটিজেনরা ভাবছেন, গায়ক শোভনের সঙ্গে গোপনে বাগদান সেরে ফেলেছেন অভিনেত্রী। এ বছর ভালোবাসা দিবসটা সুইডেনের বরফ চাদর গায়ে ঢেকে কাটিয়েছেন দুজন। বরফের দেশে দুজনে ঘুরতে গিয়েছেন, সেই ইঙ্গিত মিলেছিল সামাজিক মাধ্যমে। সেখানে এক সঙ্গে ছবিও পোস্ট করেন শোভন। তবে ১০ মিনিট পর তা আবার ডিলিটও করে দেন।

এর মধ্যেই চর্চায় শোভনের নতুন রিল ভিডিও। এতে সুইডেনের বরফ ঢাকা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে শোভন গাইছেন, 'জিন্দেগি অউর কুছভি নেহি তেরি মেরি কাহানি হ্যায়'। শোভনের সুরেলা গলা তেমন মন মাতালো, তেমনই চোখ টানলো তার ডান হাতের আঙ্গুল। সেখানে জ্বলজ্বল করছে সোনার আংটি। এখন আপনার মনে হতেই পারে এতো আম ব্যাপার, হাতে আংটি তো অনেকেই পরে! কিন্তু না, শোভনকে যারা কাছ থেকে জানেন তারা ভালো মতোই জানেন গায়ক দু-হাতে কোনও আংটি পরতেন না। তাহলে কি বিদেশে বেড়াতে গিয়ে সোহিনীর সঙ্গে বাগদানটা সেরে ফেললেন শোভন?

শোভনের লাভ লাইফও কম চর্চিত নয়। বয়সে বড় ইমনের সঙ্গে প্রেম টেকেনি, মাঝে অভিনেত্রী স্বস্তিকা দত্তকে মন দিয়েছিলেন। তবে সেই প্রেম কাহিনীর পরিণতি হয়নি। ২০২৩-এর মাঝামাঝি দুজনের ব্রেক-আপের খবর জানাজানি হয়। যদিও স্বস্তিকা জানান অনেক আগে মন আলাদা হয়েছে দুজনের। এরপর সোহিনী সরকারের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান শোভন।

অপরদিকে এর আগে অভিনেতা রণজয় বিষ্ণুর সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করেছেন সোহিনী, শোনা যায়, দুজন লিভ ইনও করতেন একটা সময়। তবে সেই প্রেম টেকেনি।

১০ বছর প্রেমের পর বিয়ে করছেন তাপসী পান্নু, পাত্র কে?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নতুন বছরে আবারও বলিউডে বিয়ের সানাই বাঁজছে। এবার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন বলিউড অভিনেত্রী তাপসী পান্নু। ভারতের ব্যাডমিন্টন দলের ডাবলস কোচ ম্যাথিয়াস বোয়ের সঙ্গে ১০ বছরের প্রেমের সম্পর্ক তার। এবার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন তারা।

শোনা গেছে, মার্চের শেষেই বিয়ে সেরে ফেলবেন তাপসী-ম্যাথিয়াস। ডেসটিনেশন ওয়েডিং হবে তাদের। প্রিয়াঙ্কা, ক্যাটরিনার মতো তাপসীরও রাজস্থানের উদয়পুরে বসবে বিয়ের আসর।

জমকালো আয়োজনে বিয়ে করলেও খুব বেশি অতিথি থাকবে না তাপসীর বিয়েতে। থাকবে না বলিউডের ভিড়। কাছের মানুষ ও পরিবারকে নিয়ে বিয়েটা সারবেন তারা।

শিখ পরিবারের মেয়ে তাপসী, অন্যদিকে তার হবু বর ক্যাথলিক। তাই শিখ ও খ্রিস্টান দুই রীতিতেই হবে বিয়ের অনুষ্ঠান।

খেলার মাঠেই প্রথম আলাপ তাপসী-ম্যাথিয়াসের। তখন দক্ষিণী ছবির পরিচিত মুখ তাপসী, বলিউডে পা রেখেছেন মাত্র। এরপর টুইটারে বন্ধুত্ব, ধীরে ধীরে তা গড়ায় প্রেমে।

ম্যাথিয়াস বোয়ে ডেনমার্কের বাসিন্দা। ২০১২ সালের অলিম্পিকে মেনজ সিঙ্গেলসে রুপা জিতেছিলেন তিনি। থমাস কাপ বিজয়ী ডেনমার্ক দলের সদস্য তিনি। ২০২০ সালে, ৩৯ বছর বয়সে পেশাদার ব্যাডমিন্টনকে বিদায় জানান ম্যাথিয়াস। পরে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন দলের ডবলস কোচ হিসাবে যোগ দেন।

রিয়ালকে নতুন কী

'শর্ত' দিলেন এমবাপ্পে?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ফরাসি ক্লাব পিএসজি ছেড়ে কিলিয়ান এমবাপ্পের রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার কথা প্রায় পাকাপাকির পর্যায়ে। এরই মাঝে মাদ্রিদের ক্লাবটিকে এমবাপ্পে নতুন শর্ত দিয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে। আর তা হচ্ছে - কেবল এমবাপ্পেই নয়, তার ছোট ভাই ইথান এমবাপ্পের সঙ্গেও চুক্তি করতে হবে রিয়ালের। ইতোমধ্যে ইথানের পিএসজির মূল দলেও অভিষেক হয়েছে।

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম 'ওকেদায়ারিও' ও 'এল চিরিঙ্গাতো' এই তথ্য জানিয়েছে। তারা বলছে, ফরাসি তারকার ছোট ভাই ইথানও বার্নাব্যুর ক্লাবটির সঙ্গে চুক্তিতে যেতে পারেন। এমবাপ্পের মতো পিএসজির সঙ্গে ইথানের চুক্তিও শেষ হবে ৩০ জুন। আর এজন্য খুব করে রিয়ালের কাছে এমবাপ্পের পরিবারের দাবি - একসঙ্গে যেন দু'জনকে নেওয়া হয়। কয়েক সপ্তাহ বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনার পর রিয়ালও রাজি হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংবাদকর্মী এদুয়ার্দো ইন্ডা।

পিএসজির রিজার্ভ বেঞ্চে আছেন ইথাপ্পোপ্পে। এর আগে ক্লাবটির জার্সিতে যুব প্রতিযোগিতায় খেলেছেন, এরপর তিনি মূল দলের হয়ে অনুশীলনের সুযোগ পান। এরপর গত বছরের ২০ ডিসেম্বর তার অভিষেক হেপ্পাপ্পে সিনিয়র দলে। ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়নশিপে সেদিন পিএসজি ৩-১ গোলে জয় পেয়েছিল। কোচ লুইস এনরিকে তাকে কয়েকটি ম্যাচে সুযোগ দিয়েছিলেন। তবে ১৬ বছর বয়সী ইথান এখনও পিএসজির অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সদস্য।

পান্তকে এখনই পুরোনো রূপে পাওয়া নিয়ে সংশয়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা ভারতের উইকেট-কিপার ব্যাটার রিশাভ পান্তের জীবন থেকে কেড়ে নিয়েছে লম্বা একটা সময়। দুঃসহ সেই স্মৃতি, কঠিন ওই সময় পেছনে ফেলে ভারতের এই কিপার-ব্যাটার আইপিএল দিয়ে ফিরতে যাচ্ছেন প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে। তার ফেরার খবরে খুশি সুনিল গাভাস্কার। তবে পান্তকে চেনা ছন্দে এখনই দেখতে পাওয়া যাবে কিনা, সেটি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন ভারতের এই ব্যাটিং গ্রেট। ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর ওই দুর্ঘটনায় কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে যান পান্ত। তার ডান হাঁটুর মূল তিনটি লিগামেন্ট ছিঁড়ে যায়। এছাড়াও কবজি, অ্যাঙ্কেল, পায়ের অগ্রভাগসহ চোট পান নানা জায়গায়। আঘাত পান পিঠে ও মাথায়। কয়েক দফায় অস্ত্রোপচারের পর দীর্ঘ পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চলেছে তার। বেশ কিছু দিন হয়েছে অনুশীলনে ফিরেছেন পান্ত। এখন কিপিং করছেন ও ক্ষিপ্রতার কিছু ড্রিলও করছেন তিনি। বেঙ্গালুরুতে ভারতের জাতীয় ক্রিকেট একাডেমিতে প্রস্তুতি ম্যাচও খেলেছেন পান্ত, অস্বস্তি ছাড়াই করেছেন ব্যাটিং ও ফিল্ডিং। পান্তের আইপিএল দিয়ে মাঠে ফেরার কথা কদিন আগে নিশ্চিত করেন তার দল দিল্লি ক্যাপিটালসের সহ-সত্বাধিকারী পার্থ জিন্দাল। টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই অধিনায়ককে পাওয়ার আশায় আছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। তবে প্রথম দিকে কেবল ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলতে পারেন তিনি। স্টার স্পোর্টসের সঙ্গে আলাপচারিতায় গাভাস্কার বলেন, এক বছরের বেশি সময় পর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরেই নিজের সেরাটা দেওয়া কঠিন পান্তের জন্য। তাই পুরোনো পান্তকে শুরু থেকে দেখতে পাওয়ার আশা করছেন না তিনি। গাভাস্কার বলেন, ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি কিপিং করার ক্ষেত্রেও হাঁটু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে-কিপিং অবশ্যই সে শুরুতে নাও করতে পারে। আমরা যেমন দেখতে অভ্যস্ত সম্ভবত ওইরকম রিশাভ পান্তকে পাওয়া যাবে না।

তিনি আরও বলেন, আমি নিজেও তার অনেক বড় ভক্ত। আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, সে যেন আগের মতোই সুস্থ থাকে, যাতে আমাদের বিনোদন দিতে পারে। তার জন্য এটা (এখনই নিজের সেরাটা দেওয়া) খুব কঠিন হবে আর তার সেই ব্যাটিংয়ের সাবলীলতা পেতে কিছুটা সময় লাগবে। তবে ভালো লাগছে যে, সে অনুশীলন শুরু করেছে।

প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসেবে ফিরছেন পান্ত। আইপিএলের শুরু থেকেই দিল্লির নেতৃত্ব দেবেন তিনি। শরীরের অবস্থা বুঝে তার কিপিং করা নিয়ে নেওয়ার হবে সিদ্ধান্ত। তবে বড় একটা ধাক্কা কাটিয়ে ফেরা একজনের কাঁধে এখনই এত দায়িত্ব দেওয়া উচিত হবে বলে মনে করছেন না গাভাস্কার। তিনি জানান, সে যদি পুরোপুরি ফিট হয়ে যায়, তাহলে দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব তার হাতেই তুলে দেওয়া উচিত। আশা নিয়ে থাকি। এই মৌসুমে তার প্রথম কাজ হচ্ছে পূর্ণ ফিটনেসে ফিরে আসা। তাড়াহুড়া করে তাকে দিয়ে এমন কিছু করানো উচিত হবে না, যার ফলে হিতে বিপরীত হয়।" আগামী ২২ মার্চ শুরু হবে এবারের আইপিএল। পরদিন মোহালিতে দিল্লি নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে।

প্রথমবারের মতো বিদেশি কোচ

বেছে নিলো সুইডেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২৪ ইউরোর বাছাইয়ে আটকে যাওয়া সুইডেন প্রথমবারের মতো বেছে নিয়েছে বিদেশি কোচ। সাবেক ডেনিশ স্ট্রাইকার ইয়ন ডেল টমাসনকে নিয়োগ দিয়েছে তারা।

এবারই প্রথম কোনো জাতীয় দলের কোচ হিসেবে কাজ করতে যাচ্ছেন টমাসন। তার সঙ্গে সুইডেনের চুক্তি ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব পর্যন্ত। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় অনুষ্ঠেয় ৪৮ দলের মূল পর্বে সুইডেনকে নিতে পারলে তার চুক্তির মেয়াদ বেড়ে যাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। সুইডেন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন সোমবার কোচ হিসেবে টমাসনের নিয়োগের কথা জানায়। কিছুদিন আগে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় স্তরের দল ব্ল্যাকবার্ন রোভার্সের কোচের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান ৪৭ বছর বয়সী সাবেক ফুটবলার। টমাসন জানান, "সমর্থক, খেলোয়াড় ও সুইডেনের গণমাধ্যমের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এবং এই অসাধারণ অভিযান শুরু করার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আশা করি নীল ও হলুদ নিয়ে চিন্তা করতে, বলতে ও স্বপ্ন দেখতে সক্ষম হব।" ডেনমার্কের হয়ে ১১২ ম্যাচ খেলা টমাসন এলেন ইয়ান আন্দেরসনের জায়গায়। ইউরো ২০২৪ এর বাছাইয়ে নিজেদের গ্রুপে সুইডেন তৃতীয় হলে ৭ বছরের চাকরির ইতি টেনে সরে দাঁড়ান তিনি।

শাস্তি পেলেন

দুই ভারতীয় ক্রিকেটার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারত ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) বুধবার আগামী এক বছরের জন্য কেন্দ্রীয় চুক্তি প্রকাশ করেছে। এতে 'এ' প্লাস ক্যাটাগরিতে দুই সিনিয়র ক্রিকেটার রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির সঙ্গে স্থান পেয়েছেন জাসপ্রিত বুমরাহ ও রবীন্দ্র জাদেজা। বোর্ডের নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করায় এ তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন দুই আলোচিত ক্রিকেটার শ্রেয়াস আইয়ার এবং ঈশান কিশান।

ফর্ম হারানো আইয়ারকে ভালো প্র্যাক্টিসের জন্য মুম্বাইয়ের হয়ে রঞ্জি ট্রফিতে খেলতে বলেছিলেন সিলেক্টররা। সে কথা না মেনে বিশ্রাম চেয়ে বসেন ২৯ বছর বয়সি ব্যাটার। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ডাক্তাররা পূর্ণ ফিট ঘোষণা করলেও আইয়ার খেলতে রাজি হননি।

অন্যদিকে, আফগানিস্তান সিরিজের ঠিক আগ মুহূর্তে ছুটি চেয়ে বসেন ঈশান কিশানও। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে ছুটি নেন তিনি। পরে জানা যায়, তেমন কোনো প্রয়োজন ছাড়াই বিশ্রাম চেয়েছেন উইকেটকিপার ব্যাটার। এই ফাঁকে দুবাইয়ে গিয়ে অংশ নিয়েছেন রিয়েলিটি শো-তে।

২০২৩-২৪ মৌসুমে বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে 'বি' ক্যাটাগরিতে ছিলেন শ্রেয়াশ। ঈশান ছিলেন 'সি' ক্যাটাগরিতে। নিয়ম মতো বিসিসিআইয়ের কাছ থেকে বছরে ৩ কোটি টাকা বেতন পেতেন শ্রেয়াস। ঈশান পেতেন বছরে ১ কোটি টাকা। নতুন তালিকায় নাম না থাকায় বোর্ডের কাছ থেকে বার্ষিক বেতন হিসাবে কোনও টাকা পাবেন না তারা। অবশ্য ভারতের হয়ে খেললে ম্যাচ ফি এবং দৈনিক ভাতা বাবদ নির্দিষ্ট টাকা তারা পাবেন।

ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন বছরের চুক্তিতে 'এ' ক্যাটাগরিতে আছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন, মোহাম্মদ শামি, মোহাম্মদ সিরাজ, লোকেশ রাহুল, শুভমান গিল ও হার্দিক পান্ডিয়া। 'বি' ক্যাটাগরিতে রয়েছেন টি-টোয়েন্টির সেরা ব্যাটার সূর্যকুমার যাদব। দীর্ঘদিন ধরে ক্রিকেটের বাইরে থাকা রিশাভ পন্তও আছেন এই ক্যাটাগরিতে। 'বি' ক্যাটাগরিতে থাকা অন্য নামগুলো হলো- কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল ও নতুন সেনসেশন যশস্বী জয়সওয়াল।

'সি' ক্যাটাগরিতে আছেন রিংকু সিং, তিলক বার্মা, রুতুরাজ গাইকোয়াড়, শার্দুল ঠাকুর, শিভম দুবে, রবি বিষ্ণু, জিতেশ শর্মা, ওয়াশিংটন সুন্দর, মুকেশ কুমার, সাঞ্জু স্যামসন, আর্শদীপ সিং, কেএস ভারত, প্রসিধ কৃষ্ণা, আভেস খান ও রজত পতিদার।

আম্পায়ারের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে

লিটনের জরিমানা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ম্যাচ চলাকালে মেজাজ হারানোর শাস্তি পেলেন লিটন কুমার দাস। মাঠের আম্পায়ারের সঙ্গে অসদাচরণের জন্য জরিমানা করা হলো কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের অধিনায়ককে।

বিপিএলের প্রথম কোয়ালিফায়ারে গত সোমবার রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে ম্যাচের ওই ঘটনায় ম্যাচ ফির ১৫ শতাংশ জরিমানা করা হয় লিটনকে। একই সঙ্গে তার নামের পাশে যোগ হয়েছে ১টি ডিমেরিট পয়েন্ট।

বিসিবির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে অবশ্য ঘটনাটির সুনির্দিষ্ট করে জানানো হয়নি। শুধু বলা হয়, আচরণবিধির ২.৬ ধারা ভঙ্গ করেছেন লিটন, যে ধারায় আছে ম্যাচ চলার সময় অশ্লীল বা আক্রমণাত্মক কিংবা অপমানজনক ভঙ্গি করা।

মিরপুর শের-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে ওই ম্যাচে রংপুরের ব্যাটিং ইনিংসে প্রথম স্ট্র্যাটেজিক টাইম আউটের সময় মাঠের আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদের সঙ্গে তর্কে জড়াতে দেখা যায় লিটনকে।

বিরতির সময় তাকে কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন শরফুদ্দৌলা। লিটন বেশ উত্তেজিত দেখা যাচ্ছিল তখন। আঙুল উঁচিয়ে কিছু বলছিলেন তিনি। লিটনকে থামানোর জন্য একপর্যায়ে তার কাঁধে হাত রাখেন আম্পায়ার। তখন বেশ দৃষ্টিকটূভাবেই হাত সরিয়ে দেন লিটন। ওই সময় কুমিল্লার প্রধান কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিনও মাঠে ছিলেন। তিনি চেষ্টা করেন লিটনকে শান্ত করতে। কিন্তু কিছুতেই থামছিলেন না লিটন। কোচকে সরিয়ে তেড়েফুঁড়ে আম্পায়ারের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন কুমিল্লা অধিনায়ক।

মাঠের দুই আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা ও ডাইটন বাটলার, টিভি আম্পায়ার তানভির আহমেদ ও চতুর্থ আম্পায়ার আলি আরমানের অভিযোগের ভিত্তিতে লিটনকে শাস্তি দেন ম্যাচ রেফারি সেলিম শাহেদ। লিটন দায় স্বীকার করে নেওয়ায় কোনো আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন পড়েনি।

সেঞ্চুরির ছাপ র‍্যাঙ্কিংয়ে, শীর্ষ তিনে ইংল্যান্ডের রুট

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতের বিপক্ষে চলমান টেস্ট সিরিজের প্রথম তিন ম্যাচে তেমন একটা রান না পাওয়া জো রুট জ্বলে ওঠেন সবশেষ ম্যাচে। দল জিততে না পারলেও ব্যাট হাতে নিজের কাজটা ঠিকঠাকই করেন ইংলিশ তারকা ব্যাটসম্যান। রাঁচিতে তার চমৎকার সেঞ্চুরির ছাপ পড়ল র‍্যাঙ্কিংয়ে। আইসিসি টেস্ট ব্যাটসম্যানদের তালিকায় শীর্ষ তিনে ফিরলেন তিনি। পুরুষ ক্রিকেটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের সাপ্তাহিক হালনাগাদ যথারীতি বুধবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) প্রকাশ করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্তা সংস্থা। টেস্ট ব্যাটসম্যানদের মধ্যে দুই ধাপ এগিয়ে তিন নম্বরে রুট। ভারত সফরে প্রথম তিন টেস্টে কেবল ৭৭ রান করা রুট রাঁচির স্পিন মঞ্চে প্রথম ইনিংসে দলের বিপর্যয়ে ১২২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে অবশ্য নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি, করেন ১১ রান। ওই সেঞ্চুরির সুবাদে ৭৯৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে তিনে তিনি। ম্যাচের দুই ইনিংসে ৪২ ও ৬০ রান করা রুটের সতীর্থ জ্যাক ক্রলি দিয়েছেন বড় লাফ। ১০ ধাপ এগিয়ে ১৭তম স্থানে উঠে এসেছেন ইংলিশ ওপেনার। উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছেন ভারতের ইয়াশাসভি জয়সওয়াল, শুবমান গিল, ধ্রুব জুরেল। তিনজনই জায়গা করে নিয়েছেন ক্যারিয়ার সেরা র‍্যাঙ্কিংয়ে। ওই টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৭৩ রান করে তিন ধাপ এগিয়ে ১২তম স্থানে জয়সওয়াল। দলের বিপদে প্রথম ইনিংসে ৯০ রান করা জুরেল পরে রান তাড়ায় করেন অপরাজিত ৩৯ রান। এই পারফরম্যান্সে ৩১ ধাপ এগিয়ে ৬৯ নম্বরে এই কিপার-ব্যাটসম্যান। আর লক্ষ্য তাড়ায় জুরেলের সঙ্গে ৭২ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে ভারতকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেওয়ার পথে ৫২ রান করেন গিল। চার ধাপ উন্নতি করে তার অবস্থান এখন ৩১তম। টেস্ট ব্যাটসম্যানদের মধ্যে আগের মতোই শীর্ষে নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসন। দুই নম্বরে অস্ট্রেলিয়ার স্টিভেন স্মিথ। বোলারদের মধ্যে চূড়ায় ভারতের জাসপ্রিত বুমরাহ। রাঁচির ওই টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়া রবিচন্দ্রন অশ্বিন আছেন দুই নম্বরে। ৪ উইকেট নিয়ে ১০ ধাপ এগিয়ে যৌথভাবে ৩২তম স্থানে কুলদিপ ইয়াদাভ। টেস্টের অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন ভারতের রবীন্দ্র জাদেজা।

টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে

জয়সওয়াল-জুরেলের চমক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের বিপক্ষে চলমান টেস্ট সিরিজে ব্যাটে-বলে দারুণ সময় কাটছে জো রুটের। এ কারণে টেস্ট ব্যাটারদের র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষ তিনে ফিরেছেন এই ইংলিশ ব্যাটার। তার মতোই টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে বড় লাফ দিয়েছেন ভারতের যশস্বী জয়সওয়াল ও ধ্রুব জুরেল।

আইসিসির হালনাগাদ টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে ব্যাটারদের মধ্যে তিনে উঠে এসেছেন রুট। অন্যদিকে রাঁচিতে সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে দারুণ ভূমিকা রাখা জয়সওয়াল ছুটছেন শীর্ষ দশের দিকে। ওই ম্যাচে ৫ উইকেটে জেতার পর পাঁচ ম্যাচের সিরিজের পর্যন্ত ৩-১ এ এগিয়ে আছে ভারত। র‍্যাংকিংয়ের সাবেক এক নম্বর রুট সিরিজের চতুর্থ ম্যাচের প্রথম ইনিংসে অপরাজিত ১২২ রানের ইনিংস খেলেন। আর তাতেই র‍্যাংকিংয়ের তিনে উঠে এসেছেন তিনি। তাছাড়া টেস্ট অলরাউন্ডারদের র‍্যাংকিংয়ে তিনি ৩ ধাপ এগিয়ে আছেন চতুর্থ স্থানে। আর সিরিজের শুরুতেও যার অবস্থান ছিল ৬৯তম নম্বরে, সেই জয়সওয়াল চতুর্থ ম্যাচ শেষে উঠেছেন ১২তম স্থানে। ওই ম্যাচের দুই ইনিংসে যথাক্রমে ৭৩ ও ৩৭ রান করে সর্বশেষ অবস্থানের চেয়ে তিন ধাপ এগিয়েছেন তিনি। তার সতীর্থ জুরেল দুই ইনিংসে করেন ৯০ ও ৩৯ রান। ম্যাচসেরাও নির্বাচিত হন তিনি। তাতে ৩১ ধাপ উন্নতি হয়েছে তার। তরুণ এই উইকেটকিপার-ব্যাটার বর্তমানে ৬৯তম স্থানে আছেন। এদিকে ইংল্যান্ডের জ্যাক ক্রলি দুই ইনিংসে যথাক্রমে ৪২ ও ৬০ রান করেন। তাতে প্রথমবারের মতো শীর্ষ বিশে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। এছাড়া কয়েকজন স্পিনারও আছেন উন্নতি করাদের তালিকায়। ভারতের অফ-স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট তুলে নিয়ে বোলারদের র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষে থাকা সতীর্থ জসপ্রিত বুমরাহর সঙ্গে রেটিং পয়েন্টের ব্যবধান ২১-এ নামিয়ে এনেছেন। বুমরাহ অবশ্য চতুর্থ ম্যাচে বিশ্রামে ছিলেন।

ভারতের রিস্ট স্পিনার কুলদিপ যাদবও র‍্যাংকিংয়ে এগিয়েছেন। ১০ ধাপ এগিয়ে ৩২তম স্থানে আছেন তিনি। এছাড়া ইংল্যান্ডের তরুণ স্পিনার শোয়েব বশির এগিয়েছেন ৩৮ ধাপ (৮০তম স্থানে)।

অশোভন আচরণ করে নিষিদ্ধ রোনালদো

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :

দর্শকদের সঙ্গে অশোভন আচরণ করায় নিষিদ্ধ হয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। অশালীন অঙ্গভঙ্গি করার দায়ে সৌদি প্রো লিগে এক ম্যাচের জন্য নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন আল নাসর তারকা। সেই সঙ্গে জরিমানাও করা হয়েছে পর্তুগিজ অধিনায়ককে।

২৮ ফেব্রুয়ারি সৌদি ফুটবল ফেডারেশনের (এসএফএফ) ডিসিপ্লিনারি অ্যান্ড এথিকস কমিটি এই রায় দিয়েছে। নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি ৩০ হাজার সৌদি রিয়ালও জরিমানা গুনতে হচ্ছে সময়ের সেরা এই তারকাকে। এর মধ্যে ১০ হাজার রিয়াল দিতে হবে সৌদি ফুটবল ফেডারেশনকে। আর আল শাবাবকে ২০ হাজার রিয়াল।

সৌদি ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা জানিয়েছে, আল নাসর তারকার অপরাধ এতটাই গুরুতর যে নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপিল করার আর কোনো সুযোগ নেই। যার অর্থ, আল নাসরের সামনের ম্যাচে খেলতে পারবেন না ৩৯ বছর বয়সী এই খেলোয়াড়।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR